সংবাদ

12 JUL 2010
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫ ...

প্রশ্নপত্র ফাঁস

গ্রেফতারকৃতরা সরকারি নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে না

বিজি প্রেসের তদন্তদলের প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

অবৈধভাবে প্রশ্নপত্র কেনার দায়ে গ্রেফতারকৃতরা ভবিষ্যতে আর কোন সরকারি নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। এ ব্যাপারে নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য মিলেছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গত শনিবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে রিপোর্ট করেছেন। তিনি সংবাদ'কে জানান, প্রধানমন্ত্রী প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নিয়েছেন : জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নিতে প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন।

৮ জুলাই, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার অবৈধভাবে প্রশ্নপত্র সংরক্ষণের দায়ে ইতোমধ্যে ১৬৩ জন প্রার্থীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ ঘটনার প্রেক্ষাপটে আরও যেসব প্রার্থীকে গ্রেফতার করা হবে, তারাও ভবিষ্যতে আর কোন সরকারি নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে না। এদিকে বিজি প্রেসের নিজস্ব তদন্ত দলের প্রধান আবুল কাসেমের (পরিচালক-প্রশাসন) বিরুদ্ধেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে। তিনি গত বছর পিএসসি'র একটি নন-ক্যাডার পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় বিজি প্রেসের পক্ষ থেকে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, দেশে এই প্রথমবারের মতো প্রশ্নপত্র ফাঁসের

সরকারি : পৃষ্ঠা : ৯ : ক : ৫

সরকারি : নিয়োগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সিন্ডিকেট পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। এই সিন্ডিকেট বা চক্রকে ভাঙতেই হবে। কবে নাগাদ পুনরায় সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারে, সে ব্যাপারে তিনি বলেছেন, শিগগিরই এ ব্যাপারে সভা করে তারিখ নির্ধারণ করা হবে। এর জন্য আবার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে। যাতে করে পরীক্ষায় প্রকৃত মেধার মূল্যায়ন করা যায়।

অন্যদিকে রংপুরে সফররত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. মোতাহার হোসেন সাংবাদিকদের বলেছেন, আগামীতে বিজি প্রেসে আর প্রশ্নপত্র ছাপা হবে না। অন্য মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ছাপানো হবে। কারণ এই প্রেসের লোকজনের ওপর আমাদের আস্থা হারিয়ে গেছে।

তদন্ত কমিটির তৎপরতা : প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করতে শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক গঠিত পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটির প্রথম সভা গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

তদন্ত কমিটির এক সদস্য সংবাদ'কে জানান, প্রাথমিক তদন্তে নিশ্চিত হওয়া গেছে, বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট প্রেস বা বিজি প্রেস থেকেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) ৯টি অঞ্চলের কোথাও থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি। বিজি প্রেস ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরাই এর সঙ্গে জড়িত।

বাতিল হওয়া শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার মাউশি'র রংপুর অঞ্চলের পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব রঞ্জিৎ কুমার সেন। তিনি সংবাদ'কে বলেছেন, ৬ জুলাই বিজি প্রেস থেকে সিলগালা প্যাকেটে প্রশ্নপত্র রংপুরে পাঠানো হয়। এর আগেই বিজি প্রেস থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বলে রংপুরে খবর ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু পুলিশ দু'তিনদিন আগ থেকেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর পেয়ে যায় এবং গঙ্গাচড়া উপজেলার ভিন্ন জগৎ বিনোদন কেন্দ্র থেকে প্রশ্নপত্রসহ ১৬৭ জনকে গ্রেফতার করে। এই কেন্দ্রটি ৩০০ জন প্রার্থীর জন্য ভাড়া করা হয়েছিল।

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এবার ১ হাজার ৯৬৮ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে। এজন্য গত ৭ এপ্রিল শিক্ষক নিয়োগের সার্কুলার জারি করা হয়েছিল। এই পদের জন্য আবেদন করেছিল ১ লাখ ৩২ হাজার ২৯৯ জন প্রার্থী। সেই অনুযায়ী গত ৯ জুলাই লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু [illegible] জুলাই লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায়, পরীক্ষা সাময়িকভাবে স্থগিত করে সরকার। [illegible]